কুইক প্রসেস ফর ডিজিজ আউট ব্রেক স্টপিং ইন লাইভস্টক

ইনোভেশনের নামঃ মাঠ পর্যায়ে গবাদিপপশু-পাখির রোগের প্রাদুর্ভাব দ্রুত কমানোর জন্য ইমার্জেন্সি একশান প্লান।

উদ্দেশ্যঃ গবাদিপপশু-পাখির রোগের প্রাদুর্ভাব দ্রুত কমানোর মাধ্যমে প্রাণিসম্পদের উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিকরণ।

কর্মপদ্ধতিঃ

খামারীদের থেকে মাঠকর্মীগণ (সিল,এআই টেকনিশিয়ান,এলএসপি, ভ্যাক্সিনেটর,গিডিডাব্লিউ,পিএইচডাব্লিউ) রোগের প্রাদুর্ভাবের তথ্য উপসহকারী কর্মকর্তাদের (সম্প্রসারণ/প্রাণিস্বাস্থ্য/কৃত্রিম প্রজনন) নিকট পৌঁছাবেন। উপসহকারী কর্মকর্তা প্রাণিসম্পদ সম্প্রসারণ কর্মকর্তা/ ভেটেরিনারি সার্জনকে জানাবেন এবং ভেটেরিনারি হাসপাতালে স্থাপিত ডিজিজ ম্যাপে চিহ্নিত করবেন ও তা রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করবেন। প্রাণিসম্পদ সম্প্রসারণ কর্মকর্তা/ভেটেরিনারি সার্জন উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তাকে জানাবেন। উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা দ্রুত ভেটেরিনারি মেডিকেল টিম গঠন করে স্পটে পাঠাবেন। ভেটেরিনারি মেডিকেল টিম ইউটুসি (উপজেলা টু কমিউনিটি) এর আলোকে ডিজিজ সার্ভিলেন্স রোগের প্রাদুর্ভাবের উৎস বের করার চেষ্টা করবেন এবং নমুনা সংগ্রহ করে ল্যাব টেস্টের ব্যবস্থা করবেন।চিহ্নিত সমস্যার ভিত্তিতে ভেটেরিনারি মেডিকেল টিম দ্রুত কৃমিনাশক,টিকা,চিকিৎসা ও পরামর্শ সেবা দিয়ে আসবেন এবং সম্ভব হলে কিছু সরকারী ওষুধপত্র দিয়ে সহায়তা করবেন। নতুন কোন সংক্রামক/ ছোঁয়াচে রোগ হলে তা যেন অন্যান্য স্থানে ছড়িয়ে যেতে না পারে তার জন্য আইসোলেশন ও কোয়ারেন্টাইন পদ্ধতি অনুসরণপূর্বক তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা নিতে হবে।

ইকুয়েপমেন্টস ও অ্যাপ্লায়েন্সেসঃ

১।জনবল

২।যোগাযোগ পদ্ধতি

৩।ডিজিজ ম্যাপ ও প্যাশেন্ট রেজিস্টার

৪।ভেটেরিনারি মেডিকেল টিম এবং রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসার সরঞ্জামাদি ইত্যাদি।

চ্যালেঞ্জেসঃ

১।জনবলের অভাব

২। লজিস্টিক সাপোর্টের অভাব

৩। যোগ্য নেতৃত্ব ও মনিটরিং এর অভাব।

রোগের প্রাদুর্ভাব বিষয়ক তথ্য ভেটেরিনারি হাসপাতালে স্থাপিত ডিজিজ ম্যাপে চিহ্নিতকরণঃ

- প্রাণিসম্পদ অফিসের দৃশ্যমান জায়গায় গ্রামভিত্তিক উপজেলা ডিজিজ ম্যাপ (Disease Map) স্থাপন করতে হবে।
- সংক্রমিত এলাকায় রোগের তথ্য উক্ত ডিজিজ ম্যাপের নির্দিষ্ট জায়গায় স্থাপন করতে হবে।

কুইক প্রসেস ফর ডিজিজ আউট ব্রেক স্টপিং-এর ফ্লো চার্ট

১। খামারীদের থেকে মাঠকর্মীগণ রোগ বিষয়ক তথ্য সংগ্রহ করে উপসহকারী কর্মকর্তাকে জানানো।

২। উপসহকারী কর্মকর্তা প্রাণিসম্পদ সম্প্রসারণ কর্মকর্তা/ভেটেরিনারি সার্জনকে জানানো এবং ভেটেরিনারি হাসপাতালে স্থাপিত ডিজিজ ম্যাপে চিহ্নিতকরণ ও তা প্যাশেন্ট রেজিস্টারে লিপিবদ্ধকরণ।

৩। প্রাণিসম্পদ সম্প্রসারণ কর্মকর্তা/ভেটেরিনারি সার্জন উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তাকে জানানো। উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা দ্রুত ভেটেরিনারি মেডিকেল টিম গঠন করে স্পটে পাঠানো।

৪। ভেটেরিনারি মেডিকেল টিম ইউটুসি (উপজেলা টু কমিউনিটি) এর আলোকে ডিজিজ সার্ভিলেন্স করে রোগের প্রাদুর্ভাবের সময় ও উৎস বের করার চেষ্টা করা এবং নমুনা সংগ্রহ করে ল্যাব টেস্টের ব্যবস্থা করা।চিহ্নিত সমস্যার ভিত্তিতে ভেটেরিনারি মেডিকেল টিম দ্রুত কৃমিনাশক,টিকা,চিকিৎসা ও পরামর্শ সেবা প্রদান এবং সম্ভব হলে কিছু সরকারী ওষুধপত্র দিয়ে সহায়তা করা।

৫। নতুন কোন সংক্রামক/ ছোঁয়াচে রোগ হলে তা যেন অন্যান্য স্থানে ছড়িয়ে যেতে না পারে সেজন্য আইসোলেশন ও কোয়ারেন্টাইন পদ্ধতি যথাযথ অনুসরণপূর্বক তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা গ্রহণ এবং প্রয়োজনে আশেপাশে মাচ ভ্যাক্সিনেশন (Mass Vaccination)-এর ব্যবস্থা করা।